স্বর্গের রথ শ্রুতিনাটক

ডা. অমিতাভ ভট্টাচার্য

চরিত্র - দুলাল, মনামি, মা

[মোবাইল ফোনের রিং টোন। ফোন থরে মনামি।]

মনামি হ্যালো—ওহ্ তুমি। বল—বল কী খবর?

দুলাল (ধরা গলায়) মা—মা আর নেই মনামি।

মনামি হ্যাগো কী বলছ! (ডুকরে কেঁদে ওঠে) মা আর নেই।

দুলাল (কান্না ভেজা গলায়) হ্যা, একটু আগে মা আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছে।

মনামি আমি বিশ্বাস করতে পারছি না গো। আমাদের মাথার উপর মা একটা বটগাছের মতো ছিল। মাকে ছাড়া আমরা কী করে থাকব বল তো—(আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে)।

দুলাল কেঁদো না মনামি। জন্ম-মৃত্যুর উপর তো কারও হাত থাকে না। তাছাড়া মা যা কষ্ট পাচ্ছিল—চোখে দেখা যাচ্ছিল না—

মনামি আমি তো সহ্য করতে পারব না বলে হাসপাতালে মাকে দেখতেই যাইনি।

দুলাল ভাল করেছ। তোমার যা উইক হার্ট। অ্যাটাক হয়ে যেতে পারতো।

মনামি ওখানে আর কে কে আছে?

দুলাল দাদা, রমেন, দীপ, আমার অফিস কলিগ—সবাই আছে। তুমি কিছু ভেব না।

মনামি না ভাবলে চলবে! দাদার সাথে কথা বল, কীভাবে মাকে বাড়িতে আনবে? কোনও এসি গাড়ি পাওয়া যায় না—

দুলাল কেন যাবে না? সব খরচ এখন দাদাই করছে। আমি দাদার সাথে কথা বলে সব ফাইন্যাল করছি। গাড়ি, খাট, ফুল—সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মনামি মা খুব বেলফুল ভালবাসত। দেখ না, যদি পাও।

দুলাল ঠিক আছে। ব্যবস্থা করছি।

মনামি মা—মাগো, শেষ পর্যন্ত তোমার মরা মুখ আমায় দেখতে হবে। আমি যে সইতে পারব না মা —(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

[আবহসংগীতে দৃশ্যান্তর হবে।]

দুলাল শোন ভাই, এখন থেকে বেরিয়ে বিটি রোড ধরে সোজা সোদপুর। ওয়ান থেকে ডান দিকে টার্ন নিয়ে কিছুটা এগিয়ে এগিয়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে সোজা হালিশহর। দাদা তাহলে আমরা স্টার্ট করি। এসি চলছে তো ভাই—নাও স্টার্ট দাও। [গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ। সমবেত 'বল হরি হরি বল' ধ্বনি। গাড়ি কোলাহল মুখর রাস্তা ধরে ছুটতে থাকে। মিউজিক্যাল এফেক্ট।]

মা দুলাল, ও দুলাল। ঘুমোচ্ছিস বাবা। ঘুমো, ঘুমো। ক'রাত যা গেল তোর উপর দিয়ে। সব দৌড়াদৌড়ি তো তুই-ই করলি বাবা। এবার একটু ঘুমিয়ে নে।

[গাড়ি ছুটে চলার শব্দ। হর্ন মিউজিক্যাল এফেক্ট।] দুলাল, এসিটা একটু কমিয়ে দিবি বাবা। আমার যে শীত করছে এর। ও দুলাল।

দুলাল (ঘুম জড়ানো গলায়) ড্রাইভার ভাই, গাড়িটা একটু থামাও না। মায়ের গলা শুনলাম মনে হল। থামাও না ভাই। [গাড়ি থেমে যায়। মিউজিক্যাল এফেক্ট। সাসপেন্সের আবহ।] না সব ঠিক। আছে। স্টার্ট কর। এসিটা একটু কম করে দেবে ভাই। হ্যা, এবার ঠিক আছে নাও চল।

[আবার গাড়ি স্টার্ট হয়। মিউজিক্যাল এফেক্ট। সাসপেন্সের আবহ।]

মা বাঁচালি বাবা। এতো ঠান্ডা কী আমার সহ্য হয়! এসিটা বন্ধই করে দে না।

দুলাল না-না মা, তাহলে তোমার বডিতে যে পচন ধরবে।

মা বডি! ও হ্যা, মরে গেলে তো সবাই বডি-ই হয়ে যায়, ডেডবডি। আর পচনের কথা বলছিস! পচন তো আমার সারা শীরে আগেই ধরেছে পিঠে— পাছায় গোটা চারেক বেড সোর।

দুলাল হ্যা মা, কী যে কষ্ট পেয়েছ তুমি এই ক'মাস ধরে—

মা আমার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছে মনামি!

মা পায়নি! গন্ধের জন্য তো আমার ঘরেই ঢুকতে পারতো না, তোর মেয়েটাকেও আসতে দিত না। সপ্তাহে দুদিন করে বাপের বাড়ি ঘুরে আসতো।

দুলাল সে তো ওর মাকে দেখতে যেত। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাতের ব্যাথাটা বাড়তো তো!

মা ও দুলাল, আজকাল কি প্রতি সপ্তাহেই আমাবস্যা-পূর্ণিমা হচ্ছে!

দুলাল তুমি না মা, আমার বউটাকে দেখতেই পারতে না।

মা না পেরেও তো তোর মেয়েটাকে কোলে পিঠে করে দু'বছর টেনেছি। যত দিন রথ ছিল, ততদিন রান্না করে খাইয়ে তোর বউকে অফিসে পাঠিয়েছি, অফিস থেকে ফেরার পর চায়ের কাপটা মুখের সামনে ধরেছি। ভুলে গেলি বাবা!

দুলাল না, না মা—এসব কথা আমি কেন, মনামিও ভোলেনি। কিন্তু মা, বড় বউদির কোনও দোষই তুমি দেখতে পাও না কেন বল তো?

মা শুদু দোষ কেন, গুণও তো দেখতে পাই না। ওরা থাকে মালদায়, দু-তিন বছর বাদে বাদে দু-চার দিনের জন্য আসে। আমি পড়ে গেছি শুনে ফোনে কাঁদুনি গাইছিল—বড্ড ব্যস্ত, ছেলের পরীক্ষা, কী করে আসবে— আমিই আসতে না করে দিলাম।

দুলাল বেশ করেছ। থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছ। পয়সা আছে বলে বড্ড গুমোর। মনামি চাকরি না ছাড়লে আমিও অনেক বড়লোক হয়ে যেতাম। আচ্ছা মা, তুমি তো বেশ টকটক করে কথা বলছো, বাড়িতে এত মিনমিন করতে কেন! তুমি একটু স্ট্রিক্ট হলে সবাই টাইট হয়ে যেত।

মা তখন তো বেঁচে ছিলাম বাবা। একটু সুখ শান্তির জন্য মিনমিন করেই থাকতাম। আর এখন তো সে ভয় নেই। স্বর্গের রথে চড়ে বসেছি যে।

দুলাল তা যা বলেছ। বুঝলে মা, দাদার ইচ্ছে তোমার শ্রাদ্ধশান্তি একটু বড় করে করার।

মা তোর কী ইচ্ছে?

দুলাল আমারও তাই। দাদা বলেছে, নাইনটি পার্সেন্ট খরচ ওই দেবে। শ'চারেক লোকের পাত তো পড়বেই। খাই খাই ক্যাটারারকে অর্ডার দেব ভাবছি। কালকেই মাধব নিকেতনটা বুক করে ফেলব। আচ্ছা, মা তুমি বিধবা হয়েছ কত বছর?

মা এগারো - বারো বছর হবে–

দুলাল তুমি যখন সধবা ছিলে কী কী মাছ, ফল বা মিষ্টি পছন্দ করতে, মনে আছে?

মা তুই কি সেগুলো আমার শ্রাদ্ধে খাওয়াবি? অনেক খরচ হয়ে যাবে রে দুলাল!

দুলাল হোক না খরচ– তোমার আরও যদি কোনও ইচ্ছে থাকে, বলতে পার।

মা এই খরচের সিকিভাগও যদি বেঁচে থাকতে আমার জন্য করতিস তাহলে আমার এভাবে বেঘোরে গলে পচে মরতে হত না।

দুলাল ওহ্ মা, আবার সেই এক কথা, ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।

মা কিন্তু সেই অ্যাক্সিডেন্টের জন্য তো তোরাই দায়ী।

দুলাল আমরা!

মা হ্যাঁ তুই। সুলাল, তোদের বউরা–সবাই দায়ী। তোরা যদি আমার চোখের ছানি দুটো অপারেশন করিয়ে দিতিস, আমি এভাবে খটখটে শুকনো বাথরুমে পড়ে পা ভাঙতাম না।

দুলাল হ্যাঁ, সেজন্যই তো বলছি মা, এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট, তোমার মন্দ কপাল।

মা না, আমি বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলাম চোখে দেখতে পাইনি বলে। ডাক্তার বারবার বলা সত্ত্বেও তোরা আমার চোখ দুটোর ব্যবস্থা করিসনি। তুই, সুলাল, বৌমারা–সবাই মিলে আমায় ভয় দেখিয়েছিস।

দুলাল ভয় দেখাইনি মা, যা ফ্যাক্ট তাই বলেছি। টিভিতে দেখেছ, পেপারে পড়েছ–ছানি কাটাতে গিয়ে কতজনের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে– ছুটতে হয়েছে শঙ্কর নেত্রালয়ে বা ভেলোরে।

মা সংখ্যায় তারা কতজন? গাড়ি চড়লে দু-চারজন তো দুর্ঘটনায় মারা যায়, তাই বলে গাড়ি চড়ে না ক'জন। আর এতই যখন জানিস, তাহলে ওই শঙ্কর নেত্রালয় বা ভেলোরে নিয়ে গিয়ে অপারেশনটা করালি না কেন? বল, কেন করালি না?

দুলাল প্রশ্নটা তো দাদাকেও করতে পারতে?

মা পারতাম। কিন্তু গত এগারো - বারো বছর ধরে যখন তোর বাবার পেনশনের টাকা তোর হাতেই প্রতি মাসে তুলে দিয়েছি, তখন কৈফিয়ৎটা তোর কাছেই আগে চাইব। তাছাড়া সুলাল তো টাকা দিতে রাজি ছিল, তোকে বলেছিল, দায়িত্বটা নিতে। কেন নিলিনা তুই? কেন?

দুলাল মনামির তখন গ্যাসট্রাইটিস ধরা পড়লো না, তাছাড়া বুগলার ক্লাস ফাইভের অ্যাডমিশন টেস্ট ছিল। তুমি ব্যাপারগুলো বোঝার চেষ্টা কর।

মা আমার দুই সুপুত্তুর তোরা, আমায় নিয়ে এক্কাদোক্কা খেললি! তুই ঠেললি সুলালের দিকে, সুলাল তোর দিকে। বাথরুমে পড়ে যাবার চারদিন পর ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেলি। এক্সরে করে জানা গেল পায়ের বড় হাড়টা ভেঙে গেছে। ক'টা রাত যন্ত্রণায় পাগলের মতো চিৎকার করেছি আমি। তোরা এসি চালিয়ে পরদা আটকে ঘুমিয়েছিস

দুলাল মা, তুমি বড় অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছ।

মা যতদিন বেঁচে ছিলাম ততদিন তো কিছু বলিনি বাবা, আজ দুটো কথা বলে নি, এরপরতো চিতায় তুলে দিবি। ডাক্তার দেখাতে দেরী করলি, দায়সারা চিকিৎসা করালি, দুটো আয়ার উপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজেরা ফুর্তিতে থাকলি। স্ট্রোক হওয়ার পর সরকারি হাসপাতালের জেনারেল বেডে নরকের মধ্যে ফেলে রাখলি আমায়, কেবিন খালি থাকা সত্ত্বেও সেখানে দিলি না– কেন, বল্ কেন? তোদের আমি বুক দিয়ে আগলে মানুষ করিনি– তোদের অসুখ-বিসুখে সারা রাত জাগিনি? নিজের পাতের ভাল-মন্দটা তোদের তুলে দেইনি?

দুলাল মাগো, প্লিজ–এভাবে আর বোলো না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

মা আমার হতো না কষ্ট! যখন চোখ দিয়ে জল গড়াতো, টনটন করতো, পেপারটা পড়তে পারতাম না, ঠাকুরের সামনে বসে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে কষ্ট হত, টি ভি দেখতে পারতাম না–

দুলাল ক্ষম কর মা, আমরা সত্যি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি। যদি প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ থাকে, বলে দাও মা।

মা সত্যি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাস?

দুলাল হ্যাঁ মা, সত্যিই চাই।

মা শোন তাহলে। আমার জন্য তোরা কোনও অশৌচ করবি না, কাছা-কেছো পরে সং সাজবি না। কোনও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করবি না। বিড়ি খেঁকো কোনও অশিক্ষিত পুরুত ভুল ভাল মন্ত্র পড়ে আমায় প্রেতলোকে পাঠাবে, সেই আমি সইতে পারবো না। তাছাড়া আমি তো এখন সংসার - নরক থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গের রথে চেপে – তাই নারে! আর একটা কথা, আমার শ্রাদ্ধে তো অনেক টাকা খরচ করার ইচ্ছে তোদের– সেই টাকাটা যদি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দিস, আমার আত্মা খুব শান্তি পাবে। অনেক কথা হল, এবার একটু বিশ্রাম করে নে। তোরা সবাই ভালো থাকিস। আমার আশীর্বাদ আর বুক ভরা ভালবাসা রইল তোদের সবার জন্য।